প্রথম আলো

তারিখ 19 JUN 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ

পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ২৫ শিক্ষার্থী আহত

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রাজধানীর মিরপুরে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজের ২৫ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। বহিরাগতদের সঙ্গে সংঘর্ষের জের ধরে শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করলে এ ঘটনা ঘটে।

মিরপুর ১৪ নম্বরে ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ অবস্থিত। পুলিশ ও স্থানীয় একাধিক সূত্র জানায়, গতকাল বিকেলে কলেজের মাঠে বহিরাগত কয়েকজন যুবক আড্ডা দিচ্ছিল। এ ছাড়া আরও কয়েকজন যুবক ক্রিকেট খেলছিল। এ সময় কলেজের শিক্ষার্থীরা তাদের ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিতে যান। এ নিয়ে তাদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়। এতে কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হন। এর জের ধরে বহিরাগত কয়েকজন যুবক রাত নয়টার দিকে কলেজের কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ধরে নিয়ে মিরপুর ১৩ নম্বরে হারম্যান মেইনার স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে মারধর করে। এ ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা কলেজের সামনে থেকে মিরপুর ১০ থেকে ১৩ ও ১৪ নম্বর সড়ক অবরোধ করে রাখে। পুলিশ এসে শিক্ষার্থীদের সরিয়ে দিতে চাইলে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়। প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে এ অবস্থা চলে। এ সময় আশপাশের সড়কগুলোতে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থীরা পুলিশের ওপর ইটপাটকেল ছোড়ে। পুলিশ তখন শিক্ষার্থীদের লাঠিপেটা করে। একপর্যায়ে পুলিশ শটগানের গুলি ছোড়ে। এতে অন্তত ২৫ শিক্ষার্থী আহত হন। তাঁদের মধ্যে ১৪ জন শিক্ষার্থী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ

এরপর পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৩

পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ২৫ শিক্ষার্থী আহত

শেষ পৃষ্ঠার পর

হাসপাতালের চিকিৎসকেরা জানান, শিক্ষার্থীরা ছররা গুলিতে আহত হয়েছেন।

আহত শিক্ষার্থীরা ঢাকা মেডিকেলে সাংবাদিকদের জানান, বখাটে যুবকেরা হাসপাতাল ও কলেজ ক্যাম্পাসে আড্ডা দেয়। এদের মধ্যে অনেকেই মাদকাসক্ত। বিভিন্ন অপকর্মের পাশাপাশি তারা প্রায়ই মেডিকেল কলেজের ছাত্রী হলের ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করে আসছে। এ কারণে তাদের ক্যাম্পাস ছাড়তে বলা হয়।

কাফরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল কাইউম *প্রথম আলোকে* বলেন, বহিরাগতরা ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজের মাঠে ক্রিকেট খেলতে গেলে কলেজের শিক্ষার্থীরা বাধা দেয়। এতে দুই পক্ষের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পদক্ষেপ নিয়েছে।

ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক কলেজের অধ্যক্ষ রহিমা খাতুন সাংবাদিকদের জানান, বহিরাগতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এর আগেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং স্থানীয় সাংসদের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছিল। বহিরাগতরা কলেজের শিক্ষার্থীদের ধরে নিয়ে মারধর করেছে। এ ঘটনায় বহিরাগতদের বিরুদ্ধে কলেজ প্রশাসনের পক্ষ থেকে মামলা করা হবে।